সিক্সথ্ সেন্স

কিশোরীদা বললেন, "এটাকে তোমরা সিক্সথ্ সেন্স বলতে পারো। সকলের থাকে না। একটা কোনও অঘটন ঘটছে কিংবা ঘটে গেছে, কিংবা সেটা অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে ঘটিতব্য, কেউ কেউ হুবহু জানতে পারে সেটা কখন কি ভাবে হয়েছে অথবা হবে। যদিও স্বাভাবিক ভাবে তাদের সে বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানার কথা নয়। এই গোকর্ণের বউয়ের ব্যাপারটাতেও আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা গলদ আছে যেটা পরে কখনো প্রকাশ হবে ----।"

শীতের রাত। র‍্যাপার-কম্বল-কাঁথা মুড়িসুড়ি দিয়ে মেসের বাসিন্দারা ভোজনোত্তর চায়ের গেলাসে হাত সেঁকছে। তক্তপোষ ফুঁড়ে মাঘ মাসের শীত যেন হাড় মজ্জায় সেঁধিয়ে যাচ্ছে। কিশোরীদা তপনের শালের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা সিগারেট যোগাড় করে আগুন ধরালেন। অন্যেরাও ওঁর পন্থানুসরণ করলো।

কিশোরীদা জুৎ করে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, "গোকর্ণের বউয়ের ব্যাপারটা আমার মোটেও ভাল বলে মনে হচ্ছে না। সবে দু'বছর হল অত খরচ পত্তর করে বিয়ে করে এলো। এখন বলছে বউ ওর দু'চোখের বিষ, ওই বউ নিয়ে আর ঘর করতে পারবে না। একি একটা কথার কথা? এতদিন তো বাবা এই বউয়ের টানেই ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে দেশে যেতে। দু'বছরে দু'টো বাচ্চা হয়েছে। তিন নম্বরও হয়তো আসার পথে ইতিমধ্যেই। আর এখন ফট করে সেই বউ বিষ হয়ে গেল?"

গোকর্ণ মেসবাড়ির পাচক। বহু পুরোনো মক্কেল। এতকাল একাহাতে বাবুদের তাবৎ বায়নাক্কা সামাল দিয়ে এসেছে। বছর দু'য়েক হল বিয়ে করে উড়ুক্কু-মতি হওয়ায় বেশ কিছু অসুবিধে দেখা দিয়েছিল। ছুটি-ছাটা হল কি গোকর্ণ অমনি গ্রাম অভিমুখে চম্পট। ইদানীং আবার ফি-হপ্তা শনি-রবিবার সরকারী অফিসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কামাই।

কিছু বললে বলে, "আজ্ঞে, পরিবারের সঙ্গে থাকার লগেই তো আমাগো প্রধানমন্ত্রী হপ্তায় দু'দিন ছুটি মঞ্জুর করলেন।"

মেসের বাসিন্দাদের তো আর পরিবারবর্গ কাছে-পিঠে নেই। একেবারে নেই-ই অনেকের। শনি-রবিবার ছুটি পালনের বদলে হাতা-খুন্তি চালনা করে দিশেহারা অবস্থা তাদের। শেষ-মেশ কিশোরীদাই বুদ্ধি দিলেন। আহা, প্রতি হপ্তা পরিবার দর্শনের জন্যে পাটনা থেকে বহিয়াড়া পাড়ি দেবার পরিবর্তে বরং ওর পরিবারকেই মেসে এনে প্রতিষ্ঠা করুক গোকর্ণ। সপ্তাহান্তে হাত পুড়িয়ে পোড়া খিচুড়ি খাবার হাত থেকে অন্ততঃ ছেলেগুলো বাঁচুক।

হায়রে দুরাশা ! গোকর্ণের বউ তার দুই দুগ্ধপোষ্য নিয়ে মেসে এসে নামলো কি এদের যেটুকু শান্তি সোয়াস্তি অবশিষ্ট ছিল তাও ঘুচে গেল অচিরাৎ। ঝগড়া- গালিগালাজ-চড়-কিল-ঘুষির তোড়ে কাক-চিল-পায়রারা পাড়ান্তরে পাড়ি দিল। কিন্তু মেস বাড়ির চাকুরে ছেলেগুলোকে তো মাটি কামড়ে পড়ে থাকতেই হবে হাজার ঝামেলা-ঝক্কি সহ্য করেও। রোজি-রুটি ছেড়ে আর যাবে কোথায়?

গোকর্ণ বললো, "বাবু, এ ছুঁড়িকে দূর করে দেবো আমি। এটা ডাইনি। একে দেখলে পাপ, ছুঁলে পাপ, এর কথা শুনলে পাপ ----।"

"তা এর আগে তো সে কথা বলোনি। ছুটি হলেই তো ছোঁক ছোঁক করতে ----।"

"তখন মতিচ্ছন্ন ধরেছিল বাবু। বললাম তো, ছুঁড়ি ডাইনি। মন্তর দিয়েছিল। আপনারা অনুমতি করুন, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিই চিরদিনের মতো।"

মেসের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে। অবিরত ঝগড়াঝাঁটি করে গোকর্ণ এমনই কাহিল যে মেসের কাজকর্ম লাটে উঠেছে। আগে সপ্তাহে দু'দিন স্বপাক বরাদ্দ ছিল, এখন ওদের কপালে ঢালাও একাদশী। মোড়ের দোকানের পাঁউরুটি আর সিন্ধি ধাবার আধকাঁচা পরোটা খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। তার উপর অহোরাত্র স্বামী-স্ত্রীর সহিংস কোঁদলে পাড়া মাৎ। একজন দেয়ালে মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা করতে যায় তো অন্যজন পরনের ধুতি খুলে সিলিং ফ্যানে ফাঁস পরিয়ে ঝুলে পড়ার পাঁয়তারা কষে।

"নাঃ, আর তো পারা যায় না !"

মেসবাড়ির বাসিন্দাদের নাভিশ্বাস ওঠার দাখিল। 'অসার সংসারে' না জড়িয়েও একাধারে এক ডজন সংসারের ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে ছেলেগুলোকে। এতগুলো লেখাপড়া জানা করিৎকর্মা মানুষকে মধুসূদন ডাকিয়ে ছেড়েছে বামুনঠাকুর গোকর্ণ আর তার রণচণ্ডী বউ। এখন ভরসা বলতে একমাত্র কিশোরীদা। কিভাবে কি করতে হবে, কিই বা করা যায় এক্ষেত্রে, উনিই বাৎলে দেবেন যথাকালে। সেই প্রত্যাশায় কিশোরীদার আশেপাশে রয়েছে ওরা। যখন যা দরকার, যথাযোগ্য উপাদান সব জুগিয়ে চলেছে যথাযথ। উনি কি বলবেন তারই প্রতীক্ষায় উন্মুখ সবাই।

কিশোরীদা বললেন, "গোকর্ণের বউয়ের কেসটা দেখে আরেকটা ঘটনা মনে পড়ছে। সেও এই রকম - স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা নেই, দু'জনে দু'জনের দু'চক্ষের বিষ। আমি তখন দেওলালিতে একটা সেক্‌শন্‌-ইনচার্জ। আমারই সেক্‌শনে কাজ করে কামাথ। বছর তিরিশেক বয়েস। বাড়িতে খিটিমিটি লেগেই আছে। অফিসে ফাইলের সামনে বসে বসে ঝিমোয় আর বাড়ি ফিরতে না ফিরতে দমাদ্দম মহীরাবণের যুদ্ধ লেগে যায়। পাড়াপ্রতিবেশী তিতিবিরক্ত।

রাত দুপুরে কামাথের বউ 'বাঁচাও! বাঁচাও!' রবে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে। কামাথ নাকি ওকে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া করেছে।

কামাথ শার্ট খুলে দেখায়, 'এই দেখুন স্যার, বুকে দাঁতের দাগ। আমায় কামড়ে দিয়েছে। পিতলের ফুলদানি ছুঁড়ে মাথায় মেরেছে। এই দেখুন এখনও ডুমো হয়ে ফুলে রয়েছে মাথার পিছনটা।'

"নিত্যি চলতে থাকে এরকম। কামাথকে ডেকে অনেক বোঝালাম।

বলে, 'কি করবো স্যার, এই নচ্ছার মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করা অসম্ভব। ওকে দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। কতবার বলেছি আমার ঘাড় থেকে নামো, ফি মাসে মোটা মাসোহারা দেবো। কিন্তু সে কথা শুনছে কে?'

মিসেস কামাথকে বললাম, 'রোজদিন এই অশান্তি না সয়ে চলে

গেলেই পারেন। আপনার স্বামী নিয়মিত মাসোহারা দেবে।'

মহিলা মুখিয়ে ওঠে, 'কি! আমি কি ওর রক্ষিতা যে মাসোহারা দেবে? দেখি কে আমাকে এখান থেকে নড়ায় ----।'

এর পর আর কি বলার আছে? দৈনন্দিন ঝগড়া-মারামারি-আর্তনাদ। শেষদিকে আমরা কেউই আর গা করতাম না। তোমাদের সাধের সংসার, তোমরাই ভোগ কর গিয়ে।

"এর কিছুদিন পরে কামাথ হঠাৎ লম্বা ছুটি নিয়ে কোথায় চলে গেল। ফিরলো দু'মাস পরে। ও নাকি ওর মায়ের শ্রাদ্ধ চুকিয়ে তীর্থযাত্রা করে এসেছে। মানসিক ছিল কিছু, ব্রত উদ্‌যাপন করে এসেছে এতদিনে। ইতিমধ্যে একটা দুর্ঘটনাও ঘটে গেছে নাকি। কোথায় কোন তীর্থস্থানে স্বামীর সঙ্গে হোম করতে বসে শাড়িতে আগুন লেগে মিসেস কামাথ পুড়ে মরতে মরতে বেঁচেছে কোনমতে। মুখ-টুখ সব পুড়ে একাকার হয়ে গেছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তার আগের স্বভাব শুধরে গেছে একেবারে। ভারি নম্র শান্ত সুশীলা মহিলা এখন। ঘরের বার হয় না। একগলা ঘোমটা টেনে কলাবৌ হয়ে আড়ালে আবডালে থাকে। কথাবার্তাও শোনা যায় না বড় একটা।"

কিশোরীদা থামলেন। শঙ্কর তড়িৎবেগে সিগারেট এগিয়ে দিল। সেটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে অগ্নিসংযোগ করে কয়েক মুহূর্ত অর্ধ নিমীলিত চোখে তদ্‌গত সমাহিত মুখে একাগ্রচিত্তে ধোঁয়া সেবন করে তারপর আবার কাহিনীর খেই ধরলেন কিশোরীদা।

"কামাথ তার পর্দানশীন বউকে নিয়ে কয়েক মাস দেওলালিতে কাটানোর পর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল। ব্যস, আমার গল্পটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো। শুধু দু'টো ঘটনা এখনও মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে।

"সেবার কি একটা কাজে দিল্লী গেছি। রিপাবলিক ডে উৎসব চলছিল। একটা পাস জুটে গেল, ঢুকে পড়লাম। ঘেরা জায়গায় বসেছি, ভিড়ভাড়াক্কা নেই। নিজের সিটে বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ দেখি

আমার দু'সারি আগে কামাথ বসে আছে। পাশে একটি মহিলা, মহিলার কোলে একটা কচি বাচ্চা। কামাথ আমায় দেখেনি। পাশে আরেক দম্পতির সঙ্গে বার্তালাপ, হাস্য পরিহাসে মগ্ন। ওদের কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল বাচ্চাকোলে মহিলাটি কামাথের বউ। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? কামাথ তো মাত্র কয়েক মাস আগে দেওলালিতে ছিল বউ নিয়ে। সে বউ সদা সর্বদা ঘোমটা টেনে ঘরে লুকিয়ে থাকতো। কামাথ বলে বেড়াতো আগুনে পোড়া কুরূপ-দর্শন মুখ জনসমাজে দেখাতে নাকি তার বউ ভারী লজ্জা পায়। কিন্তু এ মেয়েটির মুখে গায়ে কোন পোড়া দাগ দেখলাম না। তাছাড়া কামাথের বউকে বার কয়েক দেখেছি আমি, এ তো সে মহিলা নয় ! তবে কি তাকে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করেছে কামাথ? কিন্তু নতুন বউয়ের কোলে এরই মধ্যে বাচ্চা এলো কোথা থেকে? বলছিলাম না, সিক্সথ্ সেন্স? এর অনেকদিন পর কামাথের রহস্য হঠাৎই পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি তখন নাগপুরে চলে এসেছি।

"দেওলালির এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হতে একথা সেকথার পর ভদ্রলোক বললেন, 'আরে, আপনাদের সেই মজা পাতকুয়োটার কথা মনে আছে? এ বছর গ্রীষ্মকালে দারুণ জলকষ্ট হয়েছিল। নতুন জি.এম.'এর খেয়াল চাপলো কুয়োটাকে মেজে ঘসে পরিষ্কার করে চালু করাবেন। সেই কুয়ো পরিষ্কার করতে গিয়ে কি পাওয়া গেল জানেন?'

'কি?'

ভদ্রলোক গলা নামিয়ে বললেন, 'কঙ্কাল মশাই। মেয়েমানুষের কঙ্কাল।'

চমকে উঠলাম। দেওলালি ক্যাম্পের একপাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে ছিল কুয়োটা। ওদিকে লোকজনের যাতায়াত বিশেষ ছিল না। কুয়োর মধ্যে থেকে কঙ্কাল বেরিয়েছে - মেয়েমানুষের কঙ্কাল ----। মনে পড়লো কামাথের কথা। ভোর রাত্রে আমার কাছে এসেছিল ছুটির দরখাস্ত নিয়ে। দু'মাসের ছুটি। দেশ থেকে খবর এসেছে মায়ের এখন-তখন অবস্থা। বাঁচার আশা নেই, তবে ঠিক কখন যাবেন জোর গলায় বলতে পারছে না ডাক্তার। এতখানি লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে যাচ্ছে যখন, মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি, শেষ কাজ সব সেরেসুরেই ফিরবে। সকালের ট্রেনেই রওনা হবে, অফিস খোলার আগেই। তাই বাড়িতে এসে দরখাস্ত দিয়ে গেল। একটা ছোটমত কি যেন হাতে ছিল তার। স্যুটকেস বা

এয়ারব্যাগ। কিন্তু কামাথের স্ত্রী? কামাথকে তার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম কিনা এখন আর মনে পড়ে না ----।"

সদর দরজায় কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। খুব জোরে কড়া নাড়ছে কেউ। তপন উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। ওর পিছন পিছন আধপাকা গোঁফ-দাড়িওলা একজন মাঝবয়সী লোক এসে ঘরে ঢুকলো। লোকটির সঙ্গে ঘোমটা টানা একটি স্ত্রীলোক। দু'জনের কোলে দু'টি ঘুমন্ত শিশু। তপন হতভম্ব মুখে কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

কিশোরীদা ওকে অর্ধপথে থামিয়ে দিয়ে শুধোলেন, "গোকর্ণ কোথায়?"

"সকালবেলা গোসা করে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি।"

"আর সেই মেয়েলোকটা?"

"সেও গোকর্ণ যাবার পরই চলে গেছে বাক্স-প্যাটরা ছেলেপুলে নিয়ে। কাল সারা রাত তুমুল ঝগড়া হয়েছে। হাতাহাতিও।"

"ঠিক আছে।"

কিশোরীদা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আগন্তুকদের পানে তাকালেন।

মাঝ-বয়সী লোকটা বললো, "আজ্ঞে, গোকর্ণ পাণ্ডার শ্বশুর হই আমি। গত দু'বছরে একখানা পোস্টকার্ড ফেলে খবর নেয়নি জামাই। এত খরচপত্তর করে বিয়ে দিয়েছি, আর কতকাল মেয়েকে পুষবো? তার ওপর দু'দুটো বাচ্চা। ভাবলাম জামাই যখন সময় করে আসতে পারছে না, আমিই মেয়েটাকে রেখে আসি। মান করে বসে থাকলে চলবে কেন, গরজ যখন আমাদেরই।"

কিশোরীদা জলদগম্ভীর গলায় বললেন, "হুম্। তপন, ওদের গোকর্ণের ঘরখানা দেখিয়ে দাওগে যাও। বিছানাপত্তর করে বাচ্চা দু'টোকে অন্ততঃ শুইয়ে দিক।"

"আজ্ঞে, আমাকে বাবু এক্ষুণি বাস ধরতে হবে। ক্ষেতখামারের কাজ ফেলে এয়েছি। এদের পৌঁছে দিলাম, এবার আমার ছুটি।"

কিশোরীদা ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললেন, "হুম্।"